ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস: প্রক্রিয়া, কারণ ও উত্তরণের উপায়

নিহার রঞ্জন রায়
নীনা শামসুন নাহার
রুমানা শারমিন

৫ আগস্ট ২০১৫

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিটি স্তর শেষে মূল্যায়ন এবং পরবর্তী স্তরে প্রবেশে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান
- শিক্ষার্থীর যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাহত হওয়া, শিক্ষার গুণগত মানহ্রাস পাওয়া এবং শিক্ষার্থীরা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়ার পেছনে প্রশ্ন ফাঁস হওয়া অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করার অভিযোগ
- সরকারের পক্ষ হতে প্রশ্ন ফাঁস রোধে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ থাকলেও সেগুলোর কোনো কার্যকর ফলাফল লক্ষ করা যায় না, বরং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে
- প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত বিষয়টি গণমাধ্যমসহ সর্বত্র আলোচনা হলেও পর্যাপ্ত গবেষণার অপ্রতুলতা রয়েছে
- টিআইবি যে পাঁচটি সেবা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে শিক্ষা তার মধ্যে অন্যতম; এরই ধারাবাহিকতায় প্রশ্ন ফাঁসের পেছনে সুশাসনের ঘাটতিজনিত কারণ অনুসন্ধানে এই গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়া ও কারণ চিহ্নিত করা এবং উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা

গবেষণার পরিধি

- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি), জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এসএসসি ও এইচএসসি) পরীক্ষা
- পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন, ছাপানো, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা
- প্রশ্ন ফাঁসের কারণ চিহ্নিত করা ও প্রশ্ন ফাঁস রোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যালোচনা
- উল্লেখ্য, এ গবেষণায় প্রাপ্ত অভিযোগ সকল অংশীজন বা কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিবিশেষ সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

গবেষণা পদ্ধতি

- গুণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত

- প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও উৎস

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্য সংগ্রহের টুল	তথ্যের উৎস
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	চেকলিস্ট	শিক্ষাবোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা; বিজি প্রেসের কর্মকর্তা- কর্মচারী; শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা; প্রশ্ন প্রণেতা; তদন্ত কমিটির সদস্য; শিক্ষাবিদ; সাংবাদিক; কোচিং সেন্টারের মালিক; ফটোকপির দোকানের কর্মকর্তা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক ফোরামের প্রতিনিধি
দলীয় আলোচনা	চেকলিস্ট	শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ঢাকা শিক্ষাবোর্ড

- **পরোক্ষ তথ্যের উৎস** - সংশ্লিষ্ট আইন, সরকারি প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশনা, সরকারি প্রতিবেদন, তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ, প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়: জানুয়ারি - জুলাই ২০১৫

প্রশ্ন ফাঁস সংক্রান্ত তথ্য

- ১৯৭৯ সাল থেকে প্রশ্ন ফাঁসের প্রবণতা শুরু হয় - এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ
- গত চার বছরে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় মোট ৬৩টি প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ

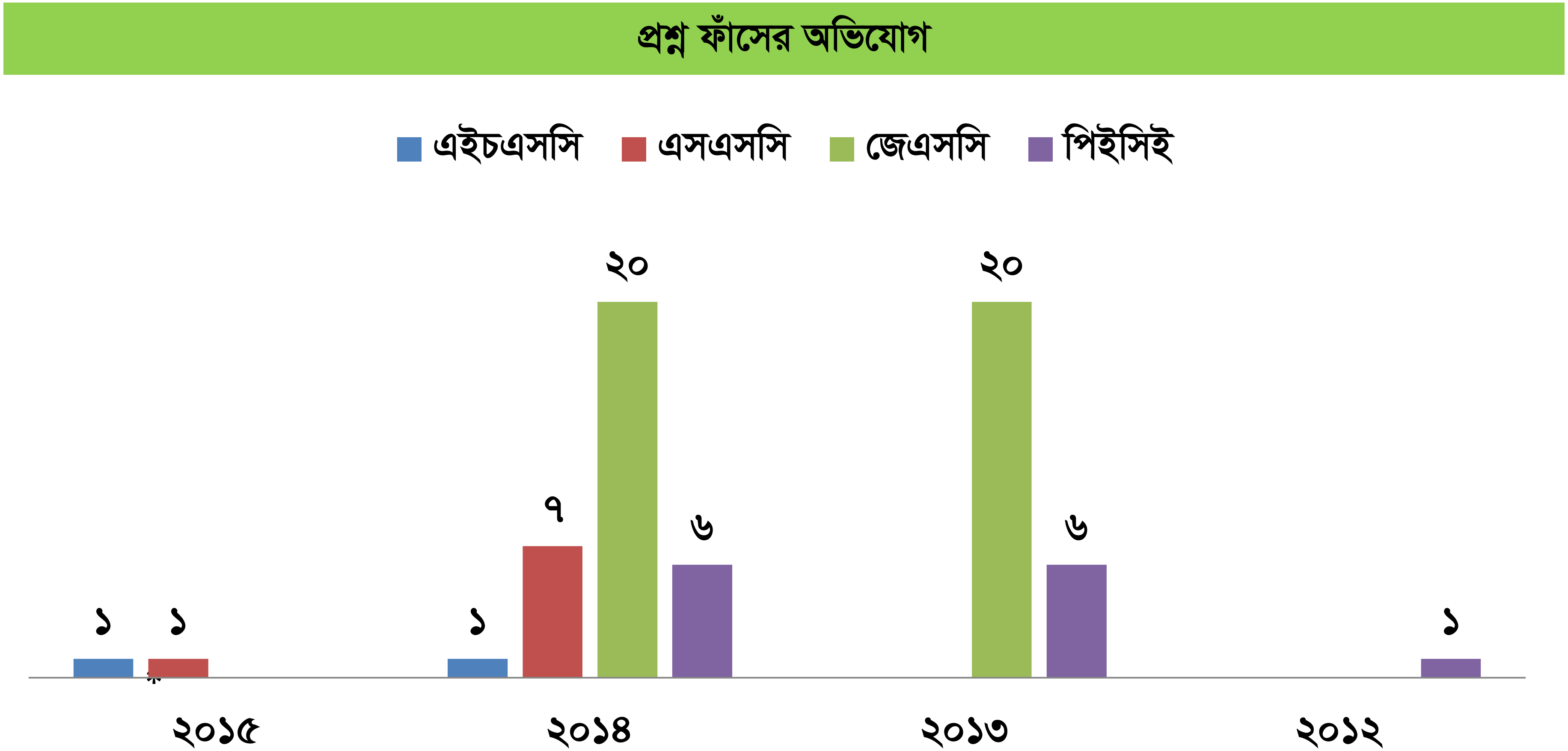

*২০১৫ সালে জেএসসি ও পিইসিই পরীক্ষা এখনো অনুষ্ঠিত হয়নি

সংশ্লিষ্ট আইন ও শাস্তি

- পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) (সংশোধনী) আইন, ১৯৯২:
  - চার বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২:
  - বেতন ভাতাদি স্থগিত, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত, বেতন একধাপ অবনমিতকরণ, সাময়িক বরখাস্ত, চূড়ান্ত বরখাস্ত, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের অনুমতি, স্বীকৃতি বা অধিভুক্তি বাতিল প্রভৃতি
- নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন ১৯৮০:
  - সর্বোচ্চ সাত বছরের জেল অথবা সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬:
  - সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড বা দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান

প্রশ্ন ফাঁস প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ

আইনি পদক্ষেপ

- প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িতদের গ্রেফতার - ২০১৪ সালে পিইসিই ও ২০১৫ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় চার জনকে
- থানায় অভিযোগ ও মামলা দায়ের - ২০১৫ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় চারজনের বিরুদ্ধে
- নজরদারি বৃদ্ধি - ঢাকা বোর্ডে ২০১৫ সালে ১৭টি ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র, কোচিং সেন্টারগুলোর ওপর নজরদারি বৃদ্ধি
- পরীক্ষা স্থগিত - ২০১৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র
- পরীক্ষা কেন্দ্র স্থগিত - ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় একটি পরীক্ষা কেন্দ্র

তদন্ত কমিটি গঠন

- ২০১৩ সালে পিইসিই পরীক্ষায় একটি ও জেএসসি পরীক্ষায় একটি; ২০১৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষার জন্য দুটি তদন্ত কমিটি (শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি)

তদারকি ও মনিটরিং

- বিজি প্রেসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার - ২০১০ থেকে
- আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন - ২০১৫ সালে এসএসসি পরীক্ষাকে সামনে রেখে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয় তদারকির জন্য
- মনিটরিং সেল গঠন - ২০১৫ সালে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক হটলাইন নম্বর চালু

প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: *প্রণয়ন পর্যায়*

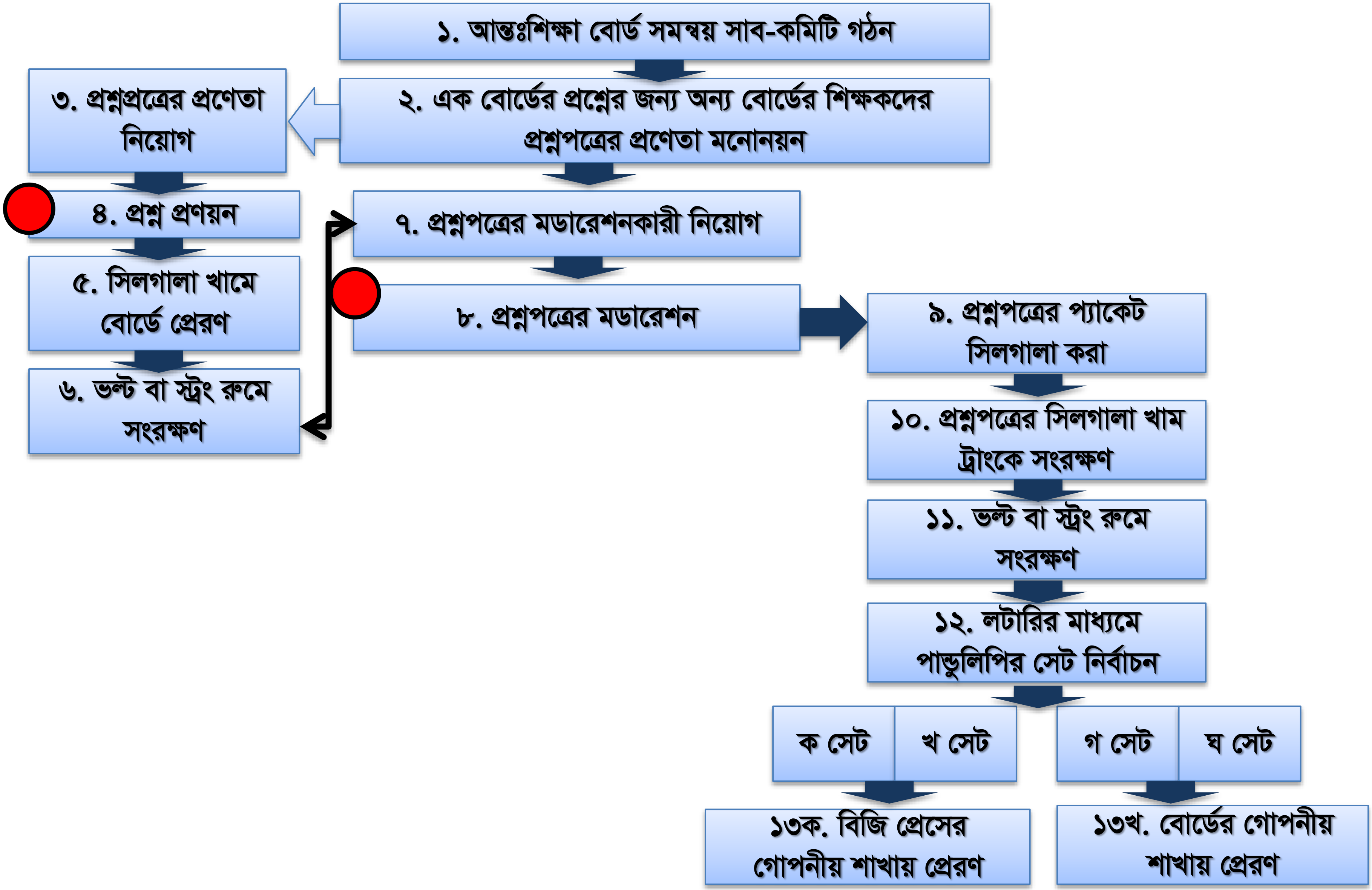

● সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়

* ২০১৪ সালে এইচএসসির একটি পত্রের পরীক্ষা স্থগিত করার পর গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ২০১৪ থেকে সংগৃহীত

প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: ছাপানোর পর্যায়

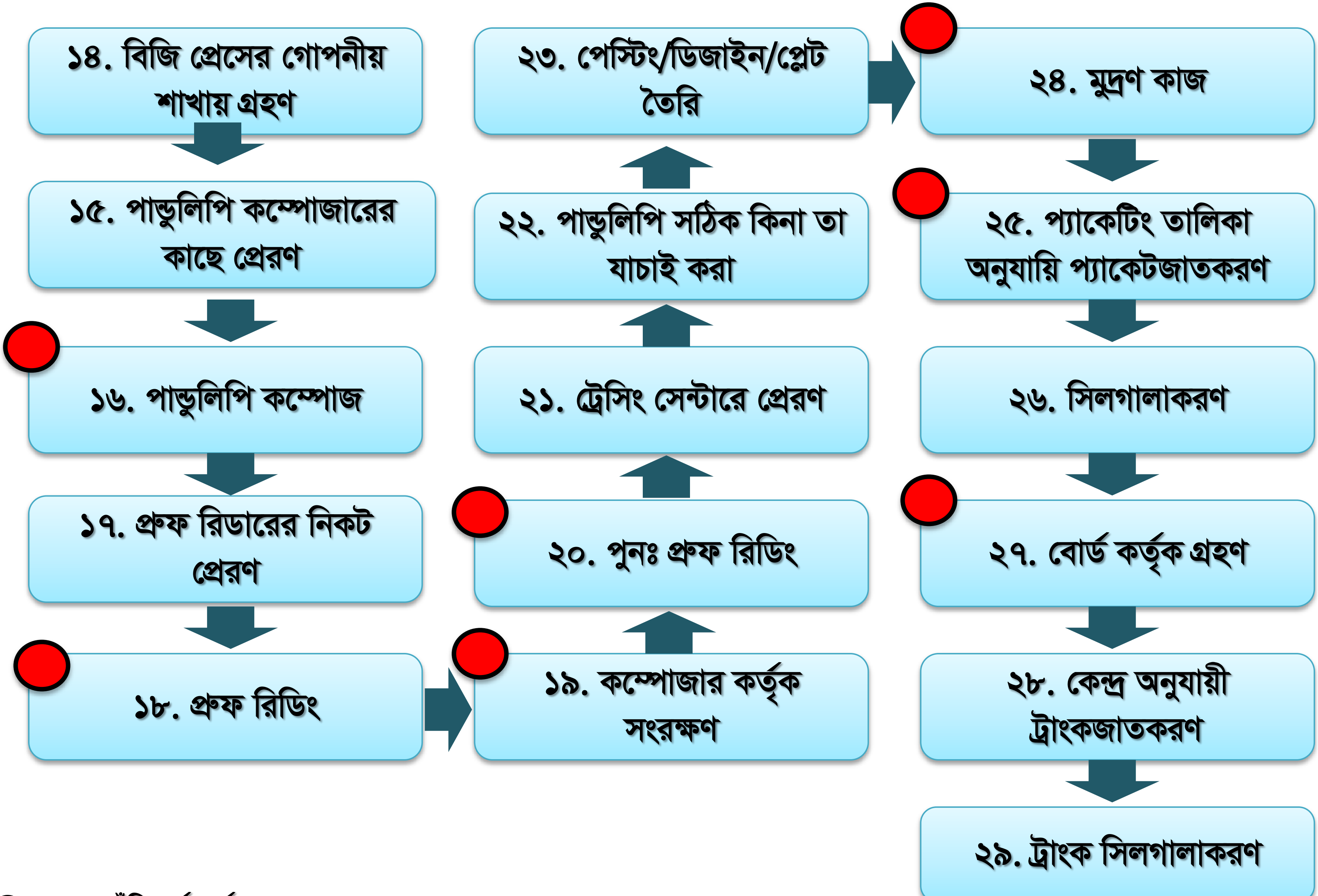

● সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়

* ২০১৪ সালে এইচএসসির একটি পত্রের পরীক্ষা স্থগিত করার পর গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ২০১৪ থেকে সংগৃহীত

প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: *বিতরণের পর্যায়*

- ৩০. ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রশ্নপত্রের ট্রাংক গ্রহণ
- ৩১. সংশ্লিষ্ট জেলার ট্রেজারিতে সংরক্ষণ
- ৩২. উপজেলায় প্রেরণ
- ৩৩. থানায় বা ব্যাংকের ভল্টে সংরক্ষণ ●
- ৩৪. পরীক্ষার পূর্বদিন ট্রাংক খোলা ও প্যাকেট যাচাই ●
- ৩৫. পুনঃ সিলগালাকরণ
- ৩৬. পরীক্ষার দিন সিলগালা খোলা, ঐ দিনের প্রশ্ন গ্রহণ ও পুনঃ সিলগালা করা ●
- ৩৭. পরীক্ষার কেন্দ্র কর্তৃক প্রশ্ন গ্রহণ ●
- ৩৮. রুম অনুযায়ী প্রশ্ন সর্টিং ●
- ৩৯. শিক্ষকদের নিকট সরবরাহ ●
- ৪০. রুমে রুমে বিতরণ

● সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়

* ২০১৪ সালে এইচএসসির একটি পত্রের পরীক্ষা স্থগিত করার পর গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ২০১৪ থেকে সংগৃহীত

প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: *পিইসিই*

১. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কর্তৃক প্রক্রিয়া শুরু

২. শিক্ষকদের বিষয়-ভিত্তিক তালিকা সংগ্রহ ও প্যানেল তৈরি

৩. প্রশ্নপত্র তৈরি

৪. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ

৫. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞ প্যানেল কর্তৃক চূড়ান্তকরণ

৬. বিজি প্রেসে প্রেরণ

● সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ পর্যায়

ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

- পরীক্ষার কয়েক দিন আগে থেকে প্রশ্ন ফাঁসের খবর পাওয়া যায়
  - এর মধ্যে কিছু প্রশ্ন পাওয়া যায় যেগুলোর প্রশ্নের সাথে মূল প্রশ্ন আংশিক মিলে যায়
  - কিছু প্রশ্ন থাকে ভুয়া যেগুলো আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়
- পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যার পর থেকে যেসব প্রশ্ন পাওয়া যায় সেগুলোর সাথে মূল প্রশ্নের সর্বাধিক মিল পাওয়ার তথ্য
- পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিভিন্ন নেটওয়ার্কে (বিশেষ করে যেসব উৎস প্রশ্ন সরবরাহ করার আশ্বাস দিয়েছিল এবং/ অথবা দিতে পারার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত) খবর রাখে এবং সম্ভাব্য সবার সাথে সবাই যোগাযোগ রক্ষা করে
- ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার আগে গ্রামাঞ্চলেও প্রশ্ন পৌঁছে যায়
- বহুনির্বাচনী (MCQ) পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস ও ছড়ানোর বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজতর হওয়ায় এই অংশের প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার তথ্য বেশি পাওয়া যায়

ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর মাধ্যম

- **কোচিং সেন্টার** - প্রশ্ন ফাঁস ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে; বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন সংগ্রহ ও ফটোকপি করে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে বিতরণের অভিযোগ
- **গাইড বই ব্যবসা** - গাইড বই ব্যবসায়ীদের সাথে সৃজনশীল অংশের প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারীদের মধ্যে যোগসাজশ; গাইড বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সৃজনশীল অংশে হুবহু প্রশ্ন আকারে তুলে দেওয়ার দৃষ্টান্ত
- **মোবাইল/ ওয়েবসাইট/ সামাজিক যোগাযোগ** - প্রশ্নফাঁস হওয়ার পরপরই ইমেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন ওয়েবসাইটের পোস্ট বা লিংকের (উত্তরসহ বা উত্তরছাড়া) মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে
- **রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত গোষ্ঠী** - ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের একটি অংশের সরকারি নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ; তবে কিছু অংশের পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের সাথেও সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ
- **ফটোকপির দোকান** - প্রশ্ন ফাঁসের পরপরই প্রশ্নপত্রের কপি ফটোকপির মাধ্যমে বিতরণের জন্য ফটোকপি দোকানগুলো কাজ করে এবং অর্থের বিনিময়ে লাভবান হয়
- **শিক্ষার্থী/ অভিভাবক/বন্ধু-বান্ধব/আত্মীয় স্বজন** - ফাঁসকৃত প্রশ্ন পেলে সেগুলো অন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদেরকে স্বেচ্ছায় প্রদান ও প্রচার

প্রশ্ন ফাঁসের প্রক্রিয়ায় জড়িত সম্ভাব্য অংশীজন

প্রশ্ন প্রণয়ন ও বিতরণের সাথে যেসব সরকারি অংশীজন জড়িত তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশের কোনো না কোনো পর্যায়ের সম্পৃক্ততা ছাড়া প্রশ্ন ফাঁস সম্ভব নয়

ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সাথে জড়িত থাকে বেসরকারি পর্যায়ের একাধিক অংশীজন

সরকারি অংশীজন

- নেপ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
- বিজি প্রেস
- জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
- পরীক্ষা কেন্দ্র/ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/শিক্ষক

বেসরকারি অংশীজন

- রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত নেতা-কর্মী
- কোচিং সেন্টার
- গাইড বই ব্যবসায়ী
- অন্যান্য*

- ফটোকপির দোকান
- শিক্ষার্থী
- বন্ধুবান্ধব
- অভিভাবক

*সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইমেইল, ওয়েবসাইট লিংক অপারেটর

প্রশ্ন ফাঁসে অর্থের সংশ্লিষ্টতা

আর্থিক লেনদেন ব্যতিরেকে

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
- ওয়েবসাইট
- মোবাইল
- আত্মীয়স্বজন

আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে

- এককভাবে (২০-১০,০০০ টাকা)
- গোষ্ঠীগত (১০,০০০-২০,০০০ টাকা)

- প্রত্যক্ষ
  - সরাসরি
  - মোবাইল ব্যাংকিং
- পরোক্ষ
  - পরিচিত

- প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পূর্বে
- প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পর
- পরীক্ষায় প্রশ্ন মিলে যাওয়ার পর

*প্রশ্নের ধরন, পাওয়ার সময়, স্থান ও প্রশ্ন প্রদানকারী ভেদে অর্থের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়

প্রশ্ন ফাঁসের কারণ

- আইনের প্রয়োগে শিথিলতা
  - পাবলিক পরীক্ষা অপরাধ আইন ১৯৮০ অনুযায়ি ১০ বছরের শাস্তির মাত্রা কমিয়ে ১৯৯২ সালে সংশোধনীতে ৪ বছর করার পরও শাস্তির কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না - ফাঁসে সম্পৃক্তদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি
  - কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালায় (২০১২) অস্পষ্টতা থাকার সুযোগ গ্রহণ করে সংশ্লিষ্টরা প্রশ্ন ফাঁসের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে - 'তথাকথিত সাফল্যের ধারা' অব্যাহত রাখা ও প্রশ্ন দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করা: 'বাংলাদেশে ৩২ হাজার কোটি টাকার কোচিং বাণিজ্য হয়'- সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও শিক্ষামন্ত্রী এই টাকার কথা উল্লেখ করেছেন (২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪)
  - গাইড বই বন্ধে আইন [নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন ১৯৮০] থাকলেও বিভিন্ন (সৃজনশীল সুপার সাজেশন, সৃজনশীল গাইড, সহায়ক গ্রন্থাবলী) আদলে মূলত: গাইড বইয়ের সহজলভ্যতা থাকা ও শাস্তির দৃষ্টান্ত না থাকা এবং বাজারে বিভিন্ন আদলে গাইড বা নোট বইয়ের সহজলভ্যতা

প্রশ্ন ফাঁসের কারণ

- নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রবণতা - বিষয়টি ‘সাজেশন কমন পড়া’, ‘গুজব’ বলে অস্বীকার

প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দোষীদের চিহ্নিত ও শাস্তি দেওয়ার বিষয়ে জানতে সংসদে শিক্ষামন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন,

“গত পাঁচ বছরে প্রশ্ন ফাঁস হয়নি”। *২৫ জুন ২০১৪

- অত্যধিক ধাপ, দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সম্পৃক্ততা - প্রশ্ন প্রণয়নের প্রায় ৪০টি ধাপ
- তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করা - প্রশ্ন ফাঁসে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি
- একই শিক্ষক প্রতিবছরই প্রশ্ন প্রণেতা হিসেবে নিয়োগ - এই অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে নিজ নিজ স্কুল ও কোচিং সেন্টারে সাজেশন হিসেবে দেওয়া
- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতি- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইমেইল ওয়েবসাইট ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রশ্ন ছড়ানোর ওপর সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ঘাটতি

প্রশ্ন ফাঁসের কারণ

- পরিবর্তিত শিক্ষা ও পরীক্ষা কাঠামোর ওপর শিক্ষকদের যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ঘাটতি- সৃজনশীল অংশ নিয়ে প্রশিক্ষণের ঘাটতি, পাঠদানের পরিবর্তে শিক্ষকদের ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহ ও সরবরাহে অংশগ্রহণ/ সহায়তা
- পর্যাপ্ত তদারকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া - বিজি প্রেসে জনবলের ঘাটতি নিয়েই নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে আরও দু'টি পাবলিক পরীক্ষার (পিইসিই ও জেএসসি) প্রশ্ন ছাপানোর দায়িত্ব
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা - 'এ' গ্রেডভুক্ত হওয়া, এমপিওভুক্ত হওয়া ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে র‍্যাংকিং উপরের দিকে রেখে 'তথাকথিত সুনাম বৃদ্ধির' মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য প্রশ্ন ফাঁসে সম্পৃক্ততা
- বিকল্প প্রশ্ন না থাকায় ফাঁস করা সহজতর হওয়া - পিইসিই পরীক্ষায় একসেট প্রশ্ন করা
- প্রশ্ন গণনার কাজ ম্যানুয়ালি করায় ঝুঁকি সৃষ্টি - বিজি প্রেসে প্যাকেটজাত করার জন্য প্রশ্ন হাতে গণনা করার সময় প্রশ্ন দেখে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি
- সচেতনতার ঘাটতি- শিক্ষার্থী ও অভিভাবক কর্তৃক তাৎক্ষণিক সাফল্যকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রশ্ন ফাঁসে সম্পৃক্ত হওয়ার চাহিদা সৃষ্টি

প্রশ্ন ফাঁসের ফলাফল

- বিভিন্ন অংশীজনের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি - একদিকে আসল প্রশ্ন ফাঁসের মাধ্যমে ও অন্যদিকে প্রশ্নফাঁসের প্রপঞ্চকে কাজে লাগিয়ে ভুয়া প্রশ্ন দিয়ে বাণিজ্য
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশ্ন কেনার অর্থ আদায় করা - শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়
- কোচিং সেন্টারে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্ররোচিত করা
  - শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা ও পাঠদানের নামে ব্যবসা
  - সর্বাধিক 'কমন পড়া'র বা 'সাজেশন' পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টার নির্বাচন করে- অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা এ ধরনের বাস্তবতা ও প্রচারণার মাধ্যমে আকৃষ্ট হয় ও প্রশ্ন ফাঁস অব্যাহত থাকে
- পঠন ও পাঠনের পরিবর্তে ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহে অধিক মনোযোগ- নতুন পাঠ্যক্রম, প্রশিক্ষণের অভাব, প্রতিষ্ঠানের 'তথাকথিত সুনাম' রক্ষা
- পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি ও পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি
- পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িতদের ওপর অতিরিক্ত পেশাগত চাপ বৃদ্ধি

প্রশ্ন ফাঁসের কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
▪নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অস্বীকার করা ▪আইনের প্রয়োগে শিথিলতা ▪অত্যধিক ধাপ, দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও অধিক সংখ্যক ব্যক্তির সম্পৃক্ততা ▪তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না করা ▪একই শিক্ষকের প্রতিবছর প্রশ্ন প্রণেতা হিসেবে নিয়োগ ▪তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকির ঘাটতি ▪যথাযথ প্রশিক্ষণের ঘাটতি ▪পর্যাপ্ত তদারকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া ▪শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা ▪বিকল্প প্রশ্ন না থাকায় ফাঁস করা সহজতর হওয়া ▪ম্যানুয়ালি গণনা করায় ঝুঁকি সৃষ্টি ▪প্রশ্ন ফাঁসের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সচেতনতার ঘাটতি	▪ অংশীজনের আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি ▪শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশ্ন কেনার জন্য অর্থ আদায় করা ▪কোচিং সেন্টারে যাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা ▪পঠন ও পাঠনের পরিবর্তে ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহে অধিক মনোযোগ ▪অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি ও পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি ▪অতিরিক্ত পেশাগত চাপ বৃদ্ধি	▪নৈতিকতার অবক্ষয় ▪শিক্ষার গুণগত মানের অবনতি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- প্রশ্ন ফাঁসের সাথে সরকারি ও বেসরকারি উভয় অংশীজন জড়িত
  - প্রশ্ন ফাঁস বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে হতে পারে
  - প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত - কোনো একটি প্রতিষ্ঠানকে এককভাবে দায়ী করা যাবে না
  - পরবর্তীতে ফাঁসকৃত প্রশ্ন ছড়ানোর সাথে বেসরকারি পর্যায়ের একাধিক অংশীজন জড়িত থাকে
- প্রশ্ন প্রণয়নের প্রক্রিয়া দীর্ঘ, সময়সাপেক্ষ, ম্যানুয়াল, এবং এর সাথে অনেক ব্যক্তির সম্পৃক্ততা প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে - তিনটি পর্যায়ের মোট ১৮টি ধাপে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি বিদ্যমান
- প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণে তদারকি ও সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে
- প্রশ্ন ফাঁসের জন্য উল্লেখযোগ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগ দেখা যায় না
- প্রশ্ন ফাঁসের বিষয় নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অস্বীকার করার প্রবণতা রয়েছে
- প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগের তুলনায় সরকার কর্তৃক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি
- ফাঁসকৃত প্রশ্ন সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বিত প্রয়াস দেখা যায় - ফাঁসকৃত প্রশ্ন বিনামূল্যে ও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ছড়ায়

সুপারিশ

১. প্রশ্ন ফাঁস রোধে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে:

- ‘পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) (সংশোধন) আইন, ১৯৯২’ এর ৪ নং ধারা পুনরায় সংশোধন করে শাস্তির মাত্রা পূর্বের ধারা অনুযায়ী পুনর্বহাল করতে হবে এবং নির্দিষ্ট ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে
- কোচিং সেন্টার নিষিদ্ধকরণে সরকারের ‘শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ এর অস্পষ্টতা দূর করতে হবে এবং কোচিং বাণিজ্য বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন প্রণোদনাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে
- প্রশ্ন ফাঁস রোধ ও সৃজনশীল পদ্ধতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে গাইডবইয়ের আদলে প্রকাশিত সহায়ক গ্রন্থাবলী বন্ধে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

২. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর তদারকি বাড়াতে হবে ও প্রচলিত আইনের অধীনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

সুপারিশ

৩. ধাপ কমাতে প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণের কাজটি পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে এবং পরবর্তীতে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে

৪. প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে গঠিত যেকোন তদন্ত প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশ এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৫. শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনাগত যেকোনো পরিবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে

৬. প্রশ্ন ফাঁস রোধে বহুনির্বাচনী প্রশ্নব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে তুলে দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে

৭. পিইসিই পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট রাখতে হবে

ধন্যবাদ

বিজি প্রেসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

- ২০১০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বিজি প্রেসের যেসব নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছেঃ
  - বিজি প্রেসের প্রশ্ন শাখাকে অন্য মুদ্রণ শাখা থেকে পুরোপুরি আলাদা করা
  - প্রশ্ন ছাপার গোপনীয় শাখা পুরোপুরি মূল প্রেস ভবন থেকে আলাদা করা
  - প্রশ্ন শাখায় মেটাল ডিটেক্টর, ভল্ট ডোর, গোপন ক্যামেরা, সিসিটিভি বসানো হয়েছে
  - গোপনীয় ইউনিটের প্রবেশপথ ও বিজি প্রেসের সাধারণ শাখায় আলাদা আলাদা প্রবেশ পথ তৈরি করা হয়
  - প্রবেশপথে অত্যাধুনিক আর্চওয়ে মেটাল ডিটেক্টর স্থাপন
- গোপনীয় শাখার প্রবেশপথে বসানো হয়েছে পেপার ডিটেক্টর
- গোপনীয় শাখার মুদ্রিত প্রশ্ন সিলগালা করে রাখতে নতুন স্ট্রংরুম তৈরি করা হয়েছে, ছাপাকৃত সকল প্রশ্ন স্ট্রংরুমে রাখা হয়

প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: প্রণয়ন পর্যায়

- *প্রশ্ন প্রণয়ন ও মডারেশন*

➢ প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও মডারেশনকারী নিয়োগে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন না থাকায় ঝুঁকি সৃষ্টি- একই শিক্ষক প্রতিবছরই প্রশ্ন প্রণেতা ও মডারেশনকারী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা তৈরি হওয়ায় একাংশ কর্তৃক ঝুঁকি সৃষ্টি

➢ প্রশ্ন প্রণয়নকারী ও মডারেশনকারীর একাংশ কর্তৃক প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজটিতে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টিকে পুঁজি করে নিজ নিজ স্কুল ও কোচিং সেন্টারে একাংশ কর্তৃক সাজেশন হিসেবে অর্থের বিনিময়ে বিতরণ- গাইড বইয়ের মলাটে ‘প্রশ্নপত্র প্রণয়নকারী’ বা ’মডারেশনকারী’ হিসেবে উল্লেখ থাকার দৃষ্টান্ত

➢ প্রয়োজনীয় সংশোধন, বিয়োজন, পরিবর্তন করা এবং প্রয়োজনে প্রশ্ন পুরোটাই বদলের সুযোগ থাকায় এবং এ পর্যায়েই প্রশ্ন চূড়ান্ত হয়ে যায় বলে মডারেশনকারী নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সৃষ্টি

প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: *ছাপানোর পর্যায়*

- *কম্পোজ, প্রুফ রিডিং, মুদ্রণ*

➢ কম্পোজ করার সময়, কম্পোজ হয়ে গেলে সেটির প্রুফ দেখার সময় ও কম্পোজ হয়ে গেলে সংরক্ষণের সময় একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সৃষ্টি

➢ প্রশ্ন এন্ট্রি করার সময় ভুলত্রুটি পরিমার্জন করার জন্য মডারেটরের দ্বারস্থ হতে হয় এবং তখনই তিনি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যান যে তার প্রশ্নগুলো নির্বাচিত, একাংশ কর্তৃক ঝুঁকি সৃষ্টি

➢ মুদ্রণ কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সৃষ্টি

- *গণনা ও প্যাকেটজাতকরণ*

➢ডিজিটাল পেপার কাউন্টার পদ্ধতি না থাকায় ছাপানোর পর প্যাকেটজাতকরণ ম্যানুয়ালি করায় গণনা ও প্যাকেট করার সময় প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি

➢ছাপানোর কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এককভাবে বা গোষ্ঠীগতভাবে প্রশ্ন মুখস্ত করে প্রশ্নফাঁস করার তথ্য পাওয়া যায়

➢বিতরণ পূর্ববর্তী সময়ে সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় দায়িত্বপ্রাপ্তদের একাংশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি

প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: *বিতরণের পর্যায়*

- *সংরক্ষণ ও বিতরণ পর্যায়ে সরকারি অংশীজন কর্তৃক*

- থানায় বা ভল্টে সংরক্ষণ করে রাখার সময় রাতের বেলা পিয়নের কাছে চাবি দিয়ে তার হেফাজতে প্রশ্ন রাখা হয়, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ পর্যায়ে যোগসাজশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি থাকে

- পরীক্ষার পূর্ব দিন ট্রাংক খুলে যাচাই করে দেখে পুনরায় সিলগালা করার সময় একাংশ কর্তৃক ঝুঁকি

- পরীক্ষার দিন সিলগালা খুলে ঐ নির্দিষ্ট দিনের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বের করে অন্য বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সহ ট্রাংক পুনরায় সিলগালা করার সময় একাংশ কর্তৃক ঝুঁকি সৃষ্টি

- পরীক্ষার দিন সকালে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্তরা ট্রাংকের ভেতরে দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সেটের প্রশ্ন নির্ধারিত কেন্দ্রে সরবরাহ করার পর-
  - নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্যাকেট খুলে শিক্ষকের একাংশ কর্তৃক প্রশ্নের ছবি তুলে মোবাইলে খুদে বার্তা, ইমেইল, ফেসবুক, ভাইভারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো
  - নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্যাকেট খুলে প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষার পূর্বেই উত্তর তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ

প্রশ্ন প্রণয়ন, ছাপানো ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য ঝুঁকি: *পিইসিই*

- ***প্রশ্ন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ***

- পিইসিই পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হওয়ার পর থেকে একসেট প্রশ্ন তৈরি হওয়ায় এটি ফাঁস করা সহজতর হওয়ায় ঝুঁকি- এ পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্তরা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যান কী কী প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত, এতে একাংশ কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের ঝুঁকি সৃষ্টি
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের দ্বারা প্রশ্ন চূড়ান্ত করার সময় একাংশ কর্তৃক ঝুঁকি সৃষ্টি
- বিতরণ পূর্ববর্তী সময়ে সংরক্ষিত থাকা অবস্থায় একাংশের মাধ্যমে প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি

প্রশ্ন ফাঁস ও বাজারজাতকরণে কোচিং সেন্টারের সম্ভাব্য ভূমিকা

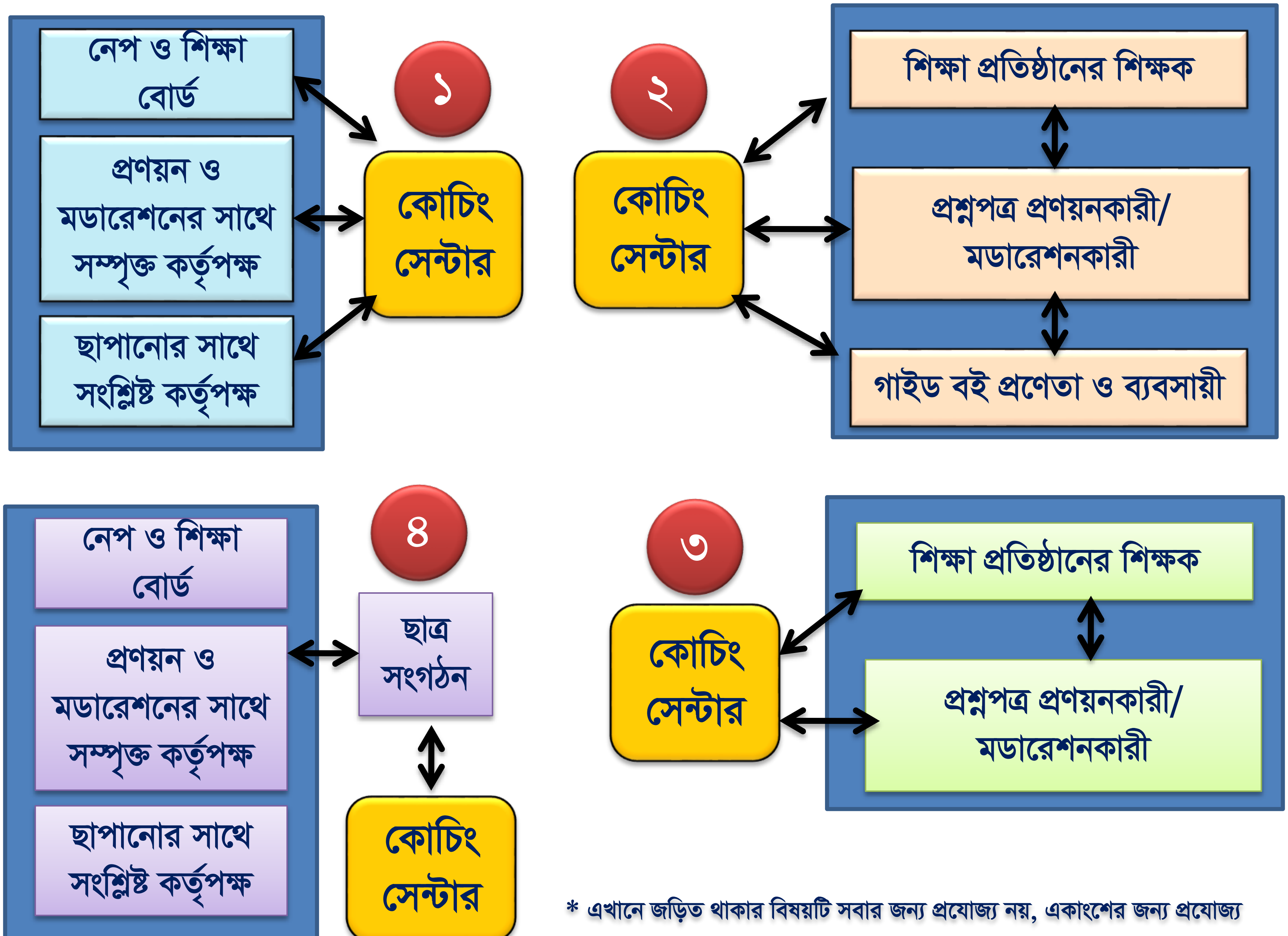

* এখানে জড়িত থাকার বিষয়টি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়, একাংশের জন্য প্রযোজ্য

প্রশ্ন ফাঁস ও বাজারজাতকরণে কোচিং সেন্টারের সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

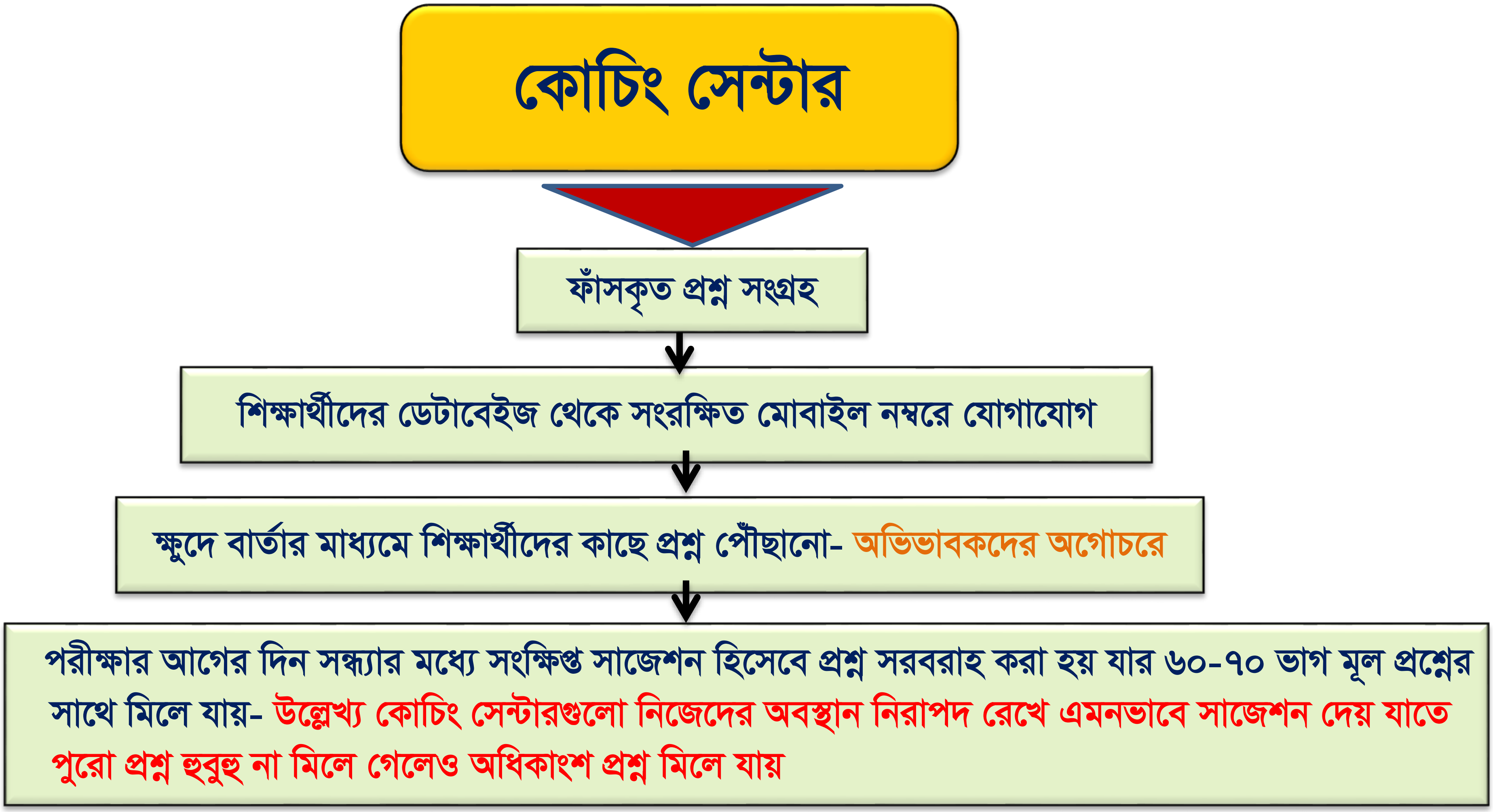

ইমেইল

Date: Mon, 24 Nov 2014 22:36:47 +0600
From: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
To: [redacted]
Subject: Re: PSC Bangladesh & ....

শূন্যস্থান পূরন :
পৃঃ ১২ - খ
পৃঃ ২১ - ২ এর ক
পৃঃ ৪৬ - ২ এর খ
পৃঃ ৫৪ - ২ এর খ
পৃঃ ৭৭ - ২ এর চ
পৃঃ ৮২ - ২ এর গ
পৃঃ ৯৪ - ২ এর খ, ঘ
পৃঃ ১০৩ - ২ এর খ , ঘ
সঠিক উত্তর:
পৃঃ ২১ - ১.১
পৃঃ ৩২ - ১.৪
পৃঃ ৬৩ - ১.৪
পৃঃ ৭৭ - ১.১ , ১.৫
পৃঃ ৮১ - ১.১
পৃঃ ৮৬ - ১.২ , ১.৪
পৃঃ ১০২ - ১.১
পৃঃ ১০৩ - ১.২
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
পৃঃ ১৩ - ক , খ
পৃঃ ২২ - ক ,গ
পৃঃ ৪৭ - ক
পৃঃ ৫৫ - ঘ
পৃঃ ৬৪ - ক
পৃঃ ৭০ - ক , খ
পৃঃ ৭৮ - খ
পৃঃ ৯৪ – গ
পৃঃ ১৩- ৪ এর ঙ
পৃঃ ৩৩- ৫ এর গ
পৃঃ ৪৭- ৪ এর ক *কুটির শিল্প কি?
পৃঃ ৫৫-৪ এর ক, খ,ঙ
পৃঃ ৬৪- ৪ এর ঙ
পৃঃ ৭০- ৪ এর ক, ঙ
পৃঃ ৭৮- ৪ এর খ
পৃঃ ৮৭- ৪ এর ক
পৃঃ ৯৪- ৪ এর ঙ
পৃঃ ১১১-* সার্ক কি?
পৃঃ ১১৪- ৪ এর খ
রচনামূলক প্রশ্ন :
ক . মনে করো গত
সপ্তাহে তুমি বাংলাদেশের
১টি ঐতিহাসিক স্থানে পরিদর্শন
করেছো – এ সম্পর্কে ৫টি বাক্যলিখ।
খ . বুদ্ধিজীবি কারা ?
বুদ্ধিজিবি হত্যার ২টি কারন লিখ ।
তাদের হত্যার ২টি ফলাফল লিখ ।
গ . নিরাপদ পানি কাকে বলে ? নিরাপদ
পানি পান করা প্রয়োজন কেন ? নিরাপদ
পানি পান করার ৩টি উপায় লিখ ।
[] টিকা , মুজিব নগর সরকার সপথ
নিয়েছিল কবে ? মুজিব নগর সরকারের
রাষ্টপতি কে ?.
প্রশ্নঃ (এগুলো দেখে নাও)
১. মুজিবনগর সরকার কখন ও কথায় গঠিত
হয়েছিল? এ সরকার এ কারা ছিলেন?**
২. কাদের নিয়ে মুক্তি বাহিনীই গঠিত
হয়েছিল? ***
৩. পলাশি যুদ্ধ কেন হয়েছিল? এই যুদ্ধের
ফলাফল কি?***
৪. সার্ক ও জাতিসংঘের উদ্দেশ এর
পার্থক্য লিখ।***
৫.ত্রিপুরাদের উৎসবের বর্ণনা দাও।
sir ata psc er bangladesh & bissso poriciti er question
er ager question tou fhas hoicilo

৬. গনতান্ত্রিক মনোভাব কাকে বলে?
34 minutes ago · Sent from Mobile
[redacted]
বাংলাদেশ ও বিশ্ব
পরিচিতি
পৃষ্ঠাঃ১৩- ৪ এর ঙ পৃষ্ঠাঃ৩৩- ৫ এর গ
পৃষ্ঠাঃ৪৭- ৪ এর ক *
কুটির শিল্প কি? পৃষ্ঠাঃ৫৫-৪ এর ক, খ,
ঙ
পৃষ্ঠাঃ৬৪- ৪ এর ঙ পৃষ্ঠাঃ৭০- ৪ এর ক, ঙ
পৃষ্ঠাঃ৭৮- ৪ এর খ পৃষ্ঠাঃ৮৭- ৪ এর ক
পৃষ্ঠাঃ৯৪- ৪ এর ঙ পৃষ্ঠাঃ১১১-* সার্ক
কি?
পৃষ্ঠাঃ১১৪- ৪ এর খ
১. মুজিবনগর সরকার
কখন ও কথায় গঠিত
হয়েছিল? এ সরকার
এ কারা ছিলেন?**
২. কাদের
নিয়ে মুক্তি বাহিনীই
গঠিত হয়েছিল? ***
৩. পলাশি যুদ্ধ কেন
হয়েছিল? এই যুদ্ধের
ফলাফল কি?***
৪. সার্ক ও
জাতিসংঘের উদ্দেশ
এর পার্থক্য লিখ।
***
৫.ত্রিপুরাদের
উৎসবের বর্ণনা দাও।
৬. গনতান্ত্রিক
মনোভাব কাকে বলে

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

ওয়েবসাইটের লিংক

hackwot96@ovi.com

ADD ME Offer UnlimitedFriend লাইক দিন বন্ধু বাড়ান। over a month ago

Government official - 21,074 Likes

এইচএসসি পরিক্ষাথী মামারা কার কোন বোর্ড এর সাজেশন লাগবে– তারা এই পেজ এ একটা লাইক দিয়ে বোর্ড এর নাম chik in করুন। √√R௵ Psc \\ Jsc \\ Ssc \\ Hsc • → All Exam Short সাজেশন ௵R√√ ৫মিনিট এর মধ্যে আপনার Inbox এ আমরা পাটিয়ে দেব।

ADD ME Offer UnlimitedFriend লাইক দিন বন্ধু বাড়ান। over a month ago

Government official - 21,074 Likes

মামারা এইচএসসি বাংলা ১ম পত্র সাজেশন – ২০১৫ দেওয়া হল।যাদের দেখার ইচ্ছুক নিচের পেজ এ দেখে আসুন।আর মাএ একটি লাইক দিবেন √√R௵ Psc \\ Jsc \\ Ssc \\ Hsc • → All Exam Short সাজেশন ௵R√√

উত্তরসহ কেন্দ্র হতে সরবরাহ

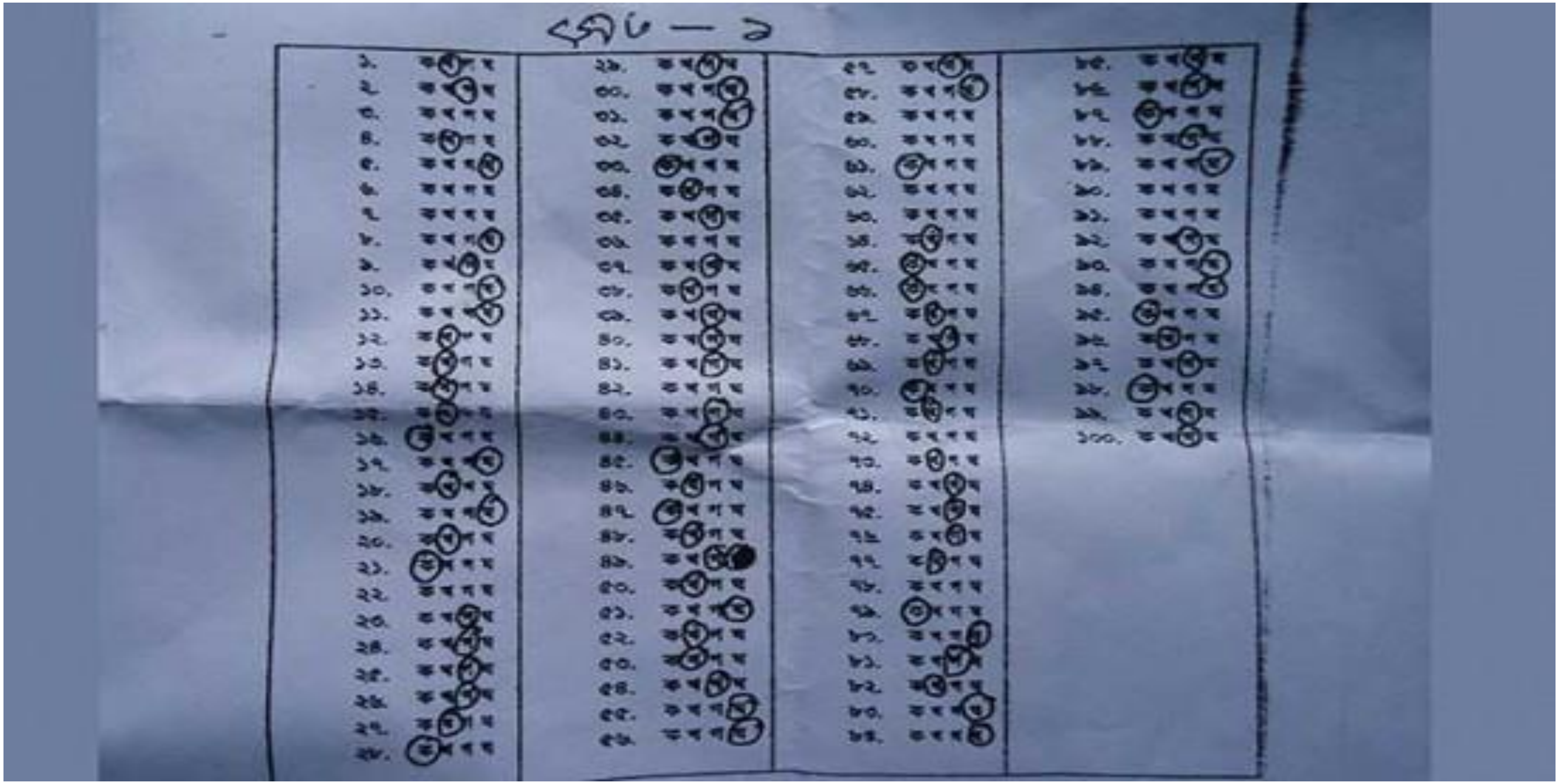

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, ২০১৪

বাংলা

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান—১০০

[দ্রষ্টব্যঃ—ডান পাশে উল্লেখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক ।]

নম্বর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে **১, ২, ৩, ৪ ও ৫** নম্বর ক্রমিকের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ ঃ

জয়নুল আবেদিন ২৯ শে ডিসেম্বর ১৯১৪ সালে কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন চুপচাপ ধরনের। চারপাশের সবকিছু মনোযোগ দিয়ে দেখতেন। মানুষ, পশু-পাখি ও প্রকৃতির খুব ছোট ছোট বিষয়ও তাঁর নজর কাড়তো। এই দেখা থেকেই তাঁর ছবি আঁকার শখ হয়। জয়নুলের কলকাতা আর্ট স্কুলে পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাঁর বাবার সেই আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। জয়নুলের আগ্রহ দেখে তাঁর মা পড়ার খরচ দিতে চাইলেন। জয়নুলের মা নিজের গলার সোনার হার বিক্রি করলেন। সেই টাকা দিয়ে জয়নুল কলকাতার আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। পরবর্তীতে আর্ট কলেজে পড়ে তিনি খুব ভালো ফলাফল করেন। তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন। ১৯৩৮ সালে জাতীয় চিত্র প্রদর্শনীতে ছয়টি জল রং ছবির জন্য তিনি পেয়েছেন সম্মানজনক পুরস্কার 'গভর্নরের স্বর্ণপদক'। সেই সময় এই পদক ছিল শিল্পীদের জন্য বিরল সম্মানের ব্যাপার। কয়েকটি ঘটনাকে বিষয় করে আঁকা তাঁর ছবি পৃথিবীর শিল্পরসিকদের মুগ্ধ করেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবি হলো—'দুর্ভিক্ষ', 'বিদ্রোহী', 'মা', 'ঝড়', 'গুণটানা', 'সাঁওতাল রমণী' ইত্যাদি। তিনি ঢাকায় 'নর্মাল স্কুল'-এ আর্টের শিক্ষক ছিলেন। পরে ১৯৪৮ সালে শিল্পাচার্য জয়নুলই প্রতিষ্ঠা করেন 'ঢাকা আর্ট কলেজ'। বর্তমানে এর নাম 'চারুকলা ইনস্টিটিউট'। ১৯৭৬ সালের ২৮শে মে তিনি মারা যান। কবি নজরুলের সমাধির পাশে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে।

১। সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ ঃ ১×৫=৫

(১) পাঠটিতে কার সম্পর্কে বলা হয়েছে?
- (ক) রফিকুন নবী
- (খ) মোস্তফা আনোয়ার
- (গ) জয়নুল আবেদিন
- (ঘ) কামরুল হাসান

(২) জয়নুল আবেদিন বিখ্যাত হয়েছেন—
- (ক) ছবি আঁকার জন্য
- (খ) গান গাওয়ার জন্য
- (খ) খেলাধুলা করার জন্য
- (ঘ) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য

(৩) কিশোরগঞ্জ শব্দে 'ঞ্জ' যুক্ত বর্ণটিতে নিচের কোন বর্ণগুলো রয়েছে?
- (ক) জ + ঞ
- (খ) ন + ঞ
- (গ) ঞ + জ
- (ঘ) ঞ + ন

(৪) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন চারুকলা অনুষদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেন?
- (ক) ছবি বিক্রি করার জন্য
- (খ) ছবির প্রদর্শনী করার জন্য
- (গ) নিজে বিখ্যাত হওয়ার জন্য
- (ঘ) অন্যদের ছবি আঁকা শেখার সুযোগ দেয়ার জন্য

(৫) কোন বাক্যটিতে সঠিক বিরাম চিহ্নের ব্যবহার হয়েছে?
- (ক) ছবি আঁকলে মীনার মন ভাল হয়,
- (খ) তুমি কি বাইরে বেড়াতে যাবে?
- (গ) ছোটবেলায় তিনি অসুস্থ থাকতেনঃ
- (ঘ) পিঠা খেতে খুব ভাল লাগে!

[পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য